গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয় অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নম্বর ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০.১৮৪

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪২৭
১৪ মে ২০২০

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: **স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের জামায়াত আদায় প্রসঙ্গে।**

করোনা ভাইরাস প্রার্দুভাবজনিত কারণে সারা দেশে বন্ধ ঘোষণা ও জনসমাগম নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সম্প্রতি সরকার সার্বিক বিবেচনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন্ধ ঘোষণার নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেছে। এ সময় দেশের শীর্ষ স্থানীয় আলেম ওলেমাগণও পবিত্র রমজানুল মোবারক মাসের গুরুত্ব বিবেচনা করে মসজিদে নামাজ আদায়ের শর্ত শিথিল করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর দাবি পেশ করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৭ মে, ২০২০ তারিখ জোহরের ওয়াক্ত থেকে কিছু নির্দেশনা পালনের শর্তে মসজিদসমূহ সুস্থ্য মুসল্লীদের উপস্থিতিতে জামায়াতে নামাজের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে উন্মুক্ত স্থানে বড় পরিসরে ঈদের জামায়াত পরিহারের নির্দেশনা প্রদান করে বর্তমানে বিদ্যমান বিধি বিধান অনুযায়ী ঈদের জামায়াত আয়োজন সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করেছে। তার ধারাবাহিকতায় জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলি অনুসরণপূর্বক বিশেষ সতর্কতামূলক বিষয়াদি অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ১৪৪১ হিজরি/২০২০ সালের পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের জামায়াত আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হলো:

১. ইসলামী শরিয়তে ঈদগাহ বা খোলা জায়গায় পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের জামায়াত আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সারা বিশ্বসহ আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিজনিত ওজরের কারণে মুসল্লীদের জীবন ঝুঁকি বিবেচনা করে এবছর ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পরিবর্তে ঈদের নামাজের জামায়াত নিকটস্থ মসজিদে আদায় করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রয়োজনে একই মসজিদে একাধিক জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে;
২. ঈদের নামাজের জামায়াতের সময় মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের পূর্বে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবানুনাশক দ্বারা পরিস্কার করতে হবে। মুসল্লীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন;
৩. করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে ওযুর স্থানে সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে;
৪. মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে;
৫. প্রত্যেককে নিজ নিজ বাসা থেকে ওযু করে মসজিদে আসতে হবে এবং ওজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে;
৬. ঈদের নামাজের জামায়াতে আগত মুসল্লীকে অবশ্যই মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে। মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না;
৭. ঈদের নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে দাড়াতে হবে;
৮. এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে;
৯.শিশু, বয়োবৃদ্ধ, যে কোন অসুস্থ্য ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ঈদের নামাজের জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না;
১০.সর্বসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে;
১১.করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে জামায়াত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো

পরিহার করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে;
১২. করোনা ভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করার জন্য খতিব ও ইমামগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে; এবং
১৩. খতিব, ইমাম এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটি বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

২। উল্লিখিত নির্দেশনা লংঘিত হলে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটিকে উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।

১৪-৫-২০২০
মো. সাখাওয়াৎ হোসেন
উপসচিব (প্রশাসন)

সদয় কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়);
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪) সিনিয়র সচিব, ..., মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫) পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৬) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৭) সচিব....., মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৮) প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৯) মহাপরিচালক, ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা।
১০) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয় (বিজ্ঞপ্তিটি সকল ইলেক্ট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ায় প্রচারের অনুরোধসহ)
১১) মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১২) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩) প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৪) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
১৫) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (সকল)
১৬) উপ-মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ (সকল রেঞ্জ)
১৭) প্রাধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন।
১৮) জেলা প্রশাসক (সকল)
১৯) পুলিশ সুপার, (সকল)

২০) পরিচালক, আইইডিসিআর, মহাখালী, ঢাকা।
২১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২২) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২৩) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২৪) সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৫) সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৬) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)। (উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধসহ)
২৭) পরিচালক/উপ-পরিচালক, সকল বিভাগ ও জেলা কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
২৮) অফিসার ইনচার্জ, সকল থানা। (উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধসহ)
২৯) সিস্টেমস এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩০) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।